

## **Juvenile Delinquency Paragraph For Class 7**

Juvenile delinquency refers to illegal and antisocial behaviour committed by minors. Many teenagers today are getting involved in various crimes like theft, substance abuse, violence and gang activities due to complex societal issues like peer pressure, poverty, unstable families, lack of moral education and the influence of media violence. This hampers their personal development and prospects. It also affects society as juvenile crimes create insecurity and unrest. However, with concerted efforts focused on counselling, vocational training, and facilities for the positive growth of children, this issue can be effectively tackled. Families need to nurture strong moral values in kids from early on.

Educational institutions should identify and assist vulnerable children. Government agencies must provide youth centres, and helplines, and organise campaigns to steer teenagers away from the path of crime. With regular mentoring on responsible behaviour, empathy, discipline and the consequences of wrong actions, most juveniles can still be reformed into law-abiding citizens. This 3-pronged approach requiring efforts from family, society and policymakers is the key to dealing with the crisis of juvenile delinquency.

## ক্লাস 7 এর জন্য কিশোর অপরাধ অনুচ্ছেদ

কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত অবৈধ এবং অসামাজিক আচরণকে বোঝায়। সমবয়সীদের চাপ, দারিদ্র্য, অস্থিতিশীল পরিবার, নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং মিডিয়া সহিংসতার প্রভাবের মতো জটিল সামাজিক সমস্যার কারণে আজ অনেক কিশোর-কিশোরী চুরি, পদার্থের অপব্যবহার, সহিংসতা এবং গ্যাং কার্যকলাপের মতো বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এটি তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এটি সমাজকেও প্রভাবিত করে কারণ কিশোর অপরাধ নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যাইহোক, শিশুদের ইতিবাচক বৃদ্ধির জন্য কাউন্সেলিং, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ-সুবিধার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সমস্যাটি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে। পরিবারগুলিকে প্রথম থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে দৃঢ় নৈতিক মূল্যবোধ লালন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত অরক্ষিত শিশুদের চিহ্নিত করে সহায়তা করা। সরকারি সংস্থাগুলিকে যুব কেন্দ্র, হেল্পলাইন প্রদান করতে হবে এবং কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচারাভিযান সংগঠিত করতে হবে। দায়িত্বশীল আচরণ, সহানুভূতি, শৃঙ্খলা এবং ভুল কর্মের পরিণতি সম্পর্কে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে, বেশিরভাগ কিশোর এখনও আইন মেনে চলা নাগরিকে সংস্কার করা যেতে পারে। এই 3-মুখী পদ্ধতির জন্য পরিবার, সমাজ এবং নীতিনির্ধারকদের প্রচেষ্টা প্রয়োজন কিশোর অপরাধের সংকট মোকাবেলার চাবিকাঠি।